গাংনীতে রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ; ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ ধ্বংস

রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ;মারা গেলো ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের একটি মাছ চাষের পুকুরের ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ মারা গেছে। পুর্বশত্রুতার জের ধরে অজ্ঞাত কেউ বিষ ঢেলে মাছ নিধন করেছে বলে অভিযোগ মাছ চাষী কামরুজ্জামানের।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে মাছ মরে ভেসে উঠলে বিষয়টি তার নজরে আসে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কামরুজ্জামান ৩ বিঘা পুকুরে মাছ চাষ করেছেন। দুই বছর ধরে পাঙ্গাস জাতীয় মাছ চাষ করছেন । একেকটি মাছ ৭-১২ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়েছে। কয়েকদিন পরেই মাছ বিক্রি করতেন তিনি।

অথচ আজ সকালে স্থানীয়রা পুকুরে মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখেন। পুকুর মালিক লোকজন নিয়ে মাছ তুলে বিক্রির চেষ্টা করেছেন। তবে বিষে আক্রান্ত নেই বেশিরভাগ মাছে পচন ধরেছে। এতে তার ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান মাছ চাষী কামরুজক্জামান।

দ্রুততম সময়ে বিষয়টির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ, চাষির ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি

কোটচাঁদপুরে পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মারার অভিযোগ উঠেছে।গত শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের ‘রুমি মৎস্য হ্যাচারীতে।

এতে করে ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী মাছ চাষি রমজান আলী বিশ্বাস। এ ব্যাপারে গত শনিবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই চাষি।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার ধোপাবিলা গ্রামের মাছ চাষি রমজান আলী বিশ্বাস (৫৬)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মাছ চাষ করে আসছে। ২০ বছর আগে সে ১৫০ বিঘা জমি দিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। যার মধ্যে তাঁর নিজস্ব জমি ৩০ বিঘা। বাকি ১২০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে চাষ করেন। বর্তমানে তিনি ওই এলাকায় ২৫০ বিঘা জমিতে মাছ চাষ করেন। আর এ মাছ চাষ ঘিরে তিনি গড়ে তুলেছেন রুমি মৎস্য হ্যাচারী। শুক্রবার দুপুরে ওই হ্যাচারি সংলগ্ন ১০ বিঘা একটি পুকুরে বিষ দেন দূর্বৃত্তরা। এতে করে ১৮ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী চাষি।

তিনি বলেন, দুপুর তখন ২টা বাজে। খবর পেয়ে পুকুরে গিয়ে দেখতে পায় পুকুরে মাছ মরে ভেসে আছে।

তিনি বলেন,রেনু পোনার চাষ করতে হলে, কিছু মাছ পুকুরে মজুদ করে রাখতে হয়। আর সেই মাছ বড় করে, তা থেকে ডিম নিয়ে রেনু মাছ হয়ে থাকে। এটি ছিল আমার মজুত করা সেই পুকুর। এ পুকুরে আমার অনেক মাছ মজুদ ছিল। যা দূর্বৃত্তরা বিষ দিয়ে মেরে দিয়েছেন। যার মধ্যে ছিল রুই, কাতলা, মৃগেলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। এতে করে প্রায় ১৭/১৮ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে। শনিবার রাতে ঘটনাটি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন চাষি রমজান আলী বিশ্বাস। চেয়েছেন ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীন ইসলাম বলেন,এটা ফৌজদারি ঘটনা। এখানে আমাদের কিছু করার নাই। ওনি থানার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করলে ভাল

হয়।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এস আই) আব্দুর রহিম বলেন,অভিযোগ হাতে পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ নিধন; ৬ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর দীঘির পাড়ার আলম নামের এক মৎস্য চাষির ৫ বিঘা জলকরে রাতের আঁধারে কে বা কাহারা শত্রুতামূলক বিষ প্রয়োগে করেছে। এতে পুকুরের সব মাছ মরে ভেসে উঠেছে। গতকাল শুক্রবার জয়রামপুর দিঘির পাড়ার পুকুরে রাতে কে বা কাহারা বিষ ট্যাবলেট দিয়ে এই মাছ মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেছে মৎস্য চাষি আলম।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলা সদরে দশমী পাড়ার ইউনুচ আলির ছেলে আলম জয়রামপুর দিঘি পাড়ায় ৫ বিঘা পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে উক্ত পুকুরে গিয়ে দেখে যে, পুকুরে গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করিয়া সমুদয় মাছ মারিয়া ফেলেছে। পুকুরের সমুদয় মাছ ভেসে উঠেছে। এতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার মাছ ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। এমন খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মরা মাছ দেখতে এলাকার উৎসুক জনতা ভিড় জামাই পুকুর ধারে।

স্থানীয়দের মতে এই ধরণের কাজ যেই করুক না কেন তাকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।যাতে ভবিষ্যতে যেন এমন ক্ষতি কেউ কারো না করতে পারে।

মাছ চাষী আলম বলেন, আমাদের পুকুরে গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করিয়া সমুদয় মাছ মারিয়া ফেলেছে। আমার পুকুরের সমুদয় মাছ ভেসে উঠেছে এবং আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকার মাছ ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। ইহাতে